দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

বেফাকের অধীনে স্বীকৃতি দিন

কওমী দাওরা হাদীসের স্বীকৃতি নিয়ে চক্রান্ত চলছে

-কওমী মাদ্রাসা বোর্ড

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা বোর্ড (বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বোর্ডের দাবী ছিল বেফাকুল মাদারিসকে একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা পৃঃ ১১ঃ কঃ ১

কওমী মাদ্রাসা বোর্ড

১২-এর পৃষ্ঠার পর

করে তার অধীনে সনদের স্বীকৃতি দান এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আলেম-উলামাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক সিলেবাস, কারিকুলাম ও পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আলেম নয়, এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী দ্বীনি শিক্ষা ও স্বার্থের অনুকূল হবে না। এ ব্যাপারে দেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহ ও তাদের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র প্রতিষ্ঠান বেফাকুল মাদারিস যথেষ্ট দ্বিধা ও সংশয়ের সম্মুখীন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই আজকের এই সংবাদ সম্মেলন।

যেহেতু সরকার দাওরায়ে হাদীসের সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রীর সনদের সমমান প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অতএব, দেশের প্রচলিত আইনানুসারে কোন শিক্ষা বোর্ড যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই দাবী হচ্ছে ঃ যেহেতু বেফাকুল মাদারিসের সাথে দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট এবং অধিকাংশ দাওরায়ে হাদীস মাদ্রাসার পরীক্ষা বেফাক নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব বেফাকুল মাদারিসকে এফিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে স্বীকৃতি দেয়া দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

সিলেবাস, কারিকুলাম ও মাদ্রাসা পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মনীতি নির্ধারণের পূর্ণ ক্ষমতা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে অর্পণ করা।

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, কওমী আলেমদের নেতৃত্বে একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত ও দুর্নীতি মুক্ত পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টিকে নিশ্চিত করা।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলো এ ধরনের একটি স্বীকৃতির দাবী শুরু থেকেই করে আসছে। বিভিন্ন সময় স্বীকৃতি দাবীতে সরকারের কাছে যে সব ফাইলপত্র আমরা জমা দিয়েছি, তাতে স্বীকৃতির ধরনের কথা বার বার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সরকার স্বীকৃতির প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে অনতিবিলম্বেই তা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। আমরা মনে করি, স্বীকৃতির প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে আলেম উলামাদের সঙ্গে বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসাসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান বেফাকুল মাদারিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় না করে ঘোষণা করলে দেশে ধর্মীয় অঙ্গনে জটিলতা বৃদ্ধি করবে।

স্মর্তব্য যে, সর্ব পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতে চলেছে, ঠিক এরূপ একটি মুহূর্তে সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য একটি বিশেষ মহল অপতৎপরতায় লিপ্ত আছে। জামায়াতে ইসলামীর প্রশ্রয়ে অপতৎপরতা চলছে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ধর্মের প্রয়োজনেই ধর্মীয় শিক্ষা। তাই ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার নিশ্চিত করতেই আমরা এ ধরনের স্বীকৃতি প্রত্যাশী।

কিন্তু সরকার যদি কোন নিয়ন্ত্রণমূলক স্বীকৃতি চাপিয়ে দিতে চায়, তাহলে ধর্মীয় কারণেই তা মেনে নেয়া দেশের কোন কওমী মাদ্রাসার জন্যই সম্ভব হবে না। কারণ দেশের কওমী মাদ্রাসার আলেমগণ স্বীকৃতির চেয়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রশ্নকে সব-সময়ই বড় করে দেখেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার। উপস্থিত ছিলেন, উপদেষ্টা মাওলানা শাহ আহমদ উল্লাহ আশরাফ, সহকারী মহাসচিব মাওলানা আবুল ফাতেহ ইয়াহইয়া ও সদস্য মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, মাওলানা রুহুল আমীন।

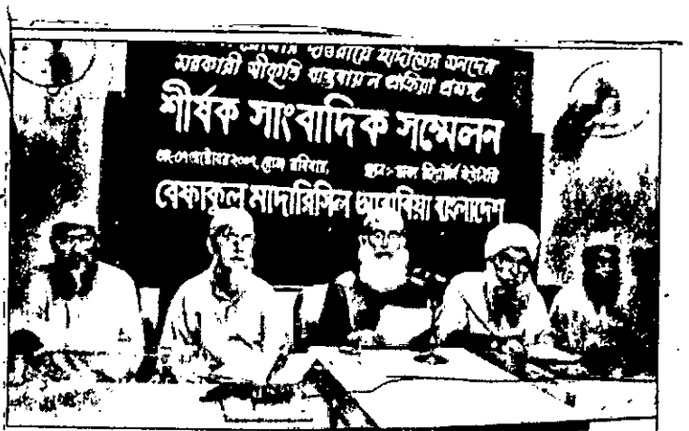

ইনকিলাব ঃ বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (কওমী মাদ্রাসা বোর্ড)-এর উদ্যোগে গতকাল বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ভিআইপি হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার